বাংলাদেশ রেলওয়ে
নিউজ লেটার

৮ম বর্ষ | সংখ্যা-২৫ | জুলাই-সেপ্টেম্বর,২০১৭

দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার ডুয়েলগেজ রেলপথ নির্মাণে চুক্তি স্বাক্ষর

ছবি: এস এন ইউসুফ

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন, বাংলাদেশে রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন এর উপস্থিতিতে দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার নতুন ডুয়েলগেজ রেললাইন প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর করছেন প্রকল্প পরিচালক মফিজুর রহমান ও চায়না সিআরইসির জনগুয়ানঝু

পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে এবং সেই সাথে ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়েতে যুক্ত হতে দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার নতুন ডুয়েলগেজ রেললাইন প্রকল্পের দুটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। প্রকল্প দুটি নির্মাণে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ শনিবার ঢাকা রেলভবনে বাংলাদেশ রেলওয়ের সঙ্গে চায়না প্রতিষ্ঠান সিআরইসি ও সিসিইসিসির এ-সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন এর সভাপতিত্বে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেনসহ রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। কাজটি দুটি লটে সম্পাদিত হবে। এ দুটি লটের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষে প্রকল্প পরিচালক মফিজুর রহমান ও প্রথম লটে চায়না সিআরইসির প্রতিনিধি জনগুয়ানঝু এবং দ্বিতীয় লটে সিসিইসিসির প্রেসিডেন্ট ঝাও ডায়ানলং। প্রথম লটে দোহাজারী থেকে চকরিয়া পর্যন্ত যৌথভাবে কাজ পেয়েছে চায়নার সিআরইসি ও বাংলাদেশের তমা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি।

এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

মানুষের পাশে থেকে কাজ করাই বর্তমান সরকারের কাজ - রেলপথ মন্ত্রী

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক বলেছেন আওয়ামীলীগ সরকার গঠনের পর থেকেই এদেশের মানুষের উন্নয়নে হাজার হাজার লক্ষ্য টাকার কাজ করে যাচ্ছে। যা বাংলাদেশর মানুষের নিকট দৃশ্যমান। ২০ আগস্ট রবিবার সকালে বন্যার পানিতে টাঙ্গাইলের কালিহাতি উপজেলার পৌলী ব্রীজের নিচের মাটি সরে গিয়ে রেলপথ ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মন্ত্রী ঘটনাস্থল

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

ইন্দোনেশিয়া থেকে আসছে রেলের ২০০ নতুন যাত্রীবাহী মিটারগেজ কোচ

ইন্দোনেশিয়া থেকে স্টিলের তৈরী ২০০টি যাত্রবাহী মিটারগেজ কোচ আনছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ বৃস্পতিবার ঢাকা রেলভবনে ইন্দোনেশিয়ার প্রতিষ্ঠান ইনকা পিটি ইন্ডাস্ট্রি কারিটা এপিআই এর সাথে

এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ছবি: এস এন ইউসুফ

ইন্দোনেশিয়া থেকে ২০০টি যাত্রবাহী মিটারগেজ কোচ সংগ্রহের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক, ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত রিনা পি. সোয়েমার্নো, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন ও বাংলাদেশে রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন

ঢাকা-কলকাতা পথে চলাচল করবে পণ্যবাহী ট্রেন

ঢাকা-কলকাতার মধ্যে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার রেলপথ সংক্রান্ত আন্তঃদেশীয় যৌথ সভায় ঢাকা-কলকাতা কনটেইনার বা পণ্যবাহী রেল যোগাযোগ চালুর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৩ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ভারতের দিল্লিতে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যপত্র অনুযায়ী কলকাতা

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বাংলাদেশ রেলে বিনিয়োগে আগ্রহী যুক্তরাজ্য ॥ রুশনারা আলী

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাণিজ্যিক দূত রুশনারা আলী এমপি বলেছেন, বাংলাদেশ রেলওয়ের অবকাঠামো উন্নয়নে যুক্তরাজ্যের রেলওয়ে কোম্পানীগুলো সহযোগিতা করতে আগ্রহী। তিনি আরও জানান, বাংলাদেশে যুক্তরাজ্যের রফতানি অর্থায়ন এখন ১৫০ মিলিয়ন পাউন্ড থেকে বেড়ে ৬২৫ মিলিয়ন পৌঁছেছে। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

৮ম বর্ষ সংখ্যা-২৫ জুলাই-সেপ্টেম্বর,২০১৭

সরকার ও জনগনের প্রত্যাশা পূরণ করাও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্তব্য- মহাপরিচালক

জনগনের প্রত্যাশা পূরণ এবং সরকারের সুদৃষ্টি বজায় রাখার লক্ষ্যে সকলকে একযোগে সামর্থের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করে কাজ করার আহবান জানান বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে রেলভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত মাসিক পরিচালন পর্যালোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ সব কথা বলেন। তিনি বলেন বর্তমান সরকার রেলওয়েকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করে বাজেটে অর্থ প্রদান করে আসছে। সে অনুযায়ী সরকার ও জনগনের প্রত্যাশা পূরণ করাও বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য কর্তব্য হয়ে পড়েছে। তিনি রেল পরিচালনায় সকলকে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন এবং রেলওয়ের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে একযোগে কাজ করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। পবিত্র ঈদ-উল-আযহায় ঘরমুখী যাত্রীদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার জন্য উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে তিনি ধন্যবাদ জানান। এ সময় এডিজি (অপারেশন) মোঃ হাবিবুর রহমান, এডিজি (অরএস) মোঃ শামছুজ্জামান, জিএম (পূর্ব) মোঃ আব্দুল হাই, জিএম (পশ্চিম) মোঃ খায়রুল আলমসহ রেলওয়ের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) অবহিত করেন যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ২০০০ (দুই হাজার) কোটি টাকা যা বিগত অর্থ বছরের চেয়ে ৪৮% বেশী অর্থাৎ গত অর্থ বছরের চেয়ে ৬৫০ কোটি টাকা বেশী। বিগত অর্থ বছরের তুলনায় রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজস্ব আয় বৃদ্ধির উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আয় বাড়ানোর বিষয়ে মতামত প্রদান করে ভবিষ্যতে আয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তাগণকে একযোগে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেন।

মাসিক পর্যালোচনা সভায় গৃহীত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ-

● আগামী অর্থ বছরে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিনাটিকিটে ভ্রমণ প্রতিরোধকল্পে জোরদারভাবে চেকিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। জিএম, সিসিএম, ডিআরএমগণকে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

● উভয়াঞ্চলে বিগত অর্থ বছরে ভূ-সম্পত্তি, স্ক্র্যাপ এবং পার্শ্বেল খাতে প্রাপ্ত রাজস্ব আয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম। চলমান অর্থ বছরে উক্ত খাতে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে জিএম/পূর্ব ও পশ্চিম প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

● কন্টেইনার, তেল ও সার পরিবহনের মাধ্যমে মালামাল খাতে আয় বৃদ্ধির জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কন্টেইনার পরিবহন বৃদ্ধির জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। চট্টগ্রাম বন্দরের কাছ থেকে পাওনা ২৩ কোটি টাকা আদায়ের ব্যাপারে জেনারেল ম্যানেজার (পূর্ব) কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

● রেলযোগে তেল পরিবহনের জন্য বিপিসি কর্তৃক প্রদত্ত চাহিদা পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক চাহিদা অনুযায়ী ট্রেন পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জিএমগণ তেল পরিবহনের ব্যাপারে বিপিসি কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করবেন। তেল পরিবহনের ক্ষেত্রে রানিং টাইম ও টার্ণ রাউন্ড কমানোর ব্যাপারে জিএমগণ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

● উভয় অঞ্চলে খাত ভিত্তিক আয় বাড়ানোর জন্য সম্ভাব্য কর্ম পরিকল্পনা উল্লেখ করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) বরাবর প্রেরণ করবেন।

● বিকেসি ওয়াগনগুলো মেরামত করে অতিসত্বর ব্যবহার উপযোগী করার জন্য উভয় অঞ্চলের ডিএসগণ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

● পোর্টের ভিতর রেলওয়ের কানেকটিভিটির জন্য জিএমগণ রেলভবনে প্রস্তাব প্রেরণ করবেন।

● খুলনা-পার্বতীপুর রুটে তেল পরিবহনে (কেপি ফুয়েল) আগামী মাসের পূর্বেই কার্যকর তদারকির মাধ্যমে রানিং টাইম কমিয়ে ১২-১৩ ঘন্টায় আনতে হবে।

● মালামাল পরিবহনের সুবিধার্থে বিকেসি (ইকঈ) ও ট্যাংক ওয়াগন সমূহ পর্যায়ক্রমে ফিট দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

● ভবিষ্যতে কন্টেইনার পরিবহন বৃদ্ধির জন্য পতেঙ্গা এবং বে-টার্মিনাল এ রেল সংযোগ করার জন্য পোর্ট অথোরিটির সাথে আলোচনা করে রেলভবনে প্রস্তাব প্রেরণ করবেন।

● মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে ওভার লোডেড গাড়ী সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে পাথর পরিবহন অব্যাহত রাখতে হবে।

● পাথর ও তেল পরিবহন বাড়ানোর জন্য বর্তমানে ইঞ্জিনের যে ঘাটতি রয়েছে সেটি পূরণ করার জন্য তদারকি কার্যক্রম বাড়াতে হবে রানিং টাইম কমানো সম্ভব হলে টার্ণ রাউন্ড কমবে ফলে ইঞ্জিন সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে। এ বিষয়ে জিএম (পশ্চিম) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

● দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে সর্তকতার সাথে ট্রেন চালানোর জন্য জিএমগণ ট্রেন পরিচালনাকরী সংশ্লিষ্টদের নিয়ে মোটিভেশনাল কার্যক্রম অব্যাহত রাখবেন।

● রেলপথ রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রতি বছর একবার করে পুরো সেকশনে ট্যাম্পিং এর কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

● রেলপথ রক্ষণাবেক্ষনে কর্মকর্তাগণ নিয়মিত ট্রলি করবেন। ট্রলি করার বাস্তব প্রতিবেদন প্রতিমাসে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই) বরাবর প্রেরণ করবেন।

● বর্ষা মৌসুমে যাতে কোন অবস্থাতেই রেল লাইনে পানি জমে ট্র্যাক সার্কিট অচল না হয় সে জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা পুরোপুরি সচল রাখতে হবে।

● কংক্রিট স্লীপারের রক্ষণাবেক্ষণ সঠিকভাবে করতে হবে।

● এলসি গেইটের তদারকি বাড়াতে হবে যাতে কোন দূর্ঘটনা না ঘটে। এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

● সিগন্যাল ফেইলিউরের সংখ্যা গত অর্থ বছরের চেয়ে কম হলেও সিগন্যাল ফেইলিউরের সংখ্যা যাতে কোনভাবেই না বাড়ে এবং সিগন্যাল ফেইলিউর জনিত কারণে ট্রেনের রানিং টাইমে যাতে কোন প্রভাব না পড়ে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

● লেভেল ক্রসিং গেইট ও সিগনাল পোষ্টের নিকটে এবং রেল লাইনের উপর স্থাপিত অবৈধ দখলদারদের স্থাপনা নিয়মিত উচ্ছেদ এবং অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

● প্রতিনিয়ত রেলভূমি অবৈধ দখলের ঘটনা ঘটছে যা রোধ করা প্রয়োজন। অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের নিমিত্তে নিয়মিত উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

৮ম বর্ষ সংখ্যা-২৫ জুলাই-সেপ্টেম্বর,২০১৭

দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার

১ম পৃষ্ঠার পর

প্রথম লটের চুক্তি মূল্য ২ হাজার ৬৮৭ কোটি ৯৯ লাখ ৩৪ হাজার টাকা। দ্বিতীয় লটে চকরিয়া থেকে রামু পর্যন্ত যৌথভাবে কাজ পেয়েছে চায়নার সিসিইসিসি ও বাংলাদেশের ম্যাক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড। দ্বিতীয় লটের চুক্তি মূল্য ৩ হাজার ৫০২ কোটি ৫ লাখ ২ হাজার টাকা।

প্রাথমিকভাবে দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার পর্যন্ত ১৪০ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজারে নির্মাণ করা হবে ঝিনুক আদলে আন্তর্জাতিক মানের রেলস্টেশন। এছাড়া ১০২ কিলোমিটার নতুন ডুয়েলগেজ রেললাইন, ৩৯টি বড় ও ১৪৫টি ছোট সেতু, ৯টি স্টেশন বিল্ডিং, প্লাটফরম, শেড নির্মাণ করা হবে। প্রকল্প নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ১৮,০৩৪.৪৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ঋণ দিচ্ছে ১৩,১১৫.৪১ কোটি টাকা এবং বাকি ৪,৯১৯.০৭ কোটি টাকা সরকারি নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় করা হবে। প্রকল্পটি নির্মাণে মেয়াদ ধরা হয়েছে ১ জুলাই ২০১০ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক বলেন, বর্তমান সরকার রেল খাতের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এ জন্যই বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার ফলে আমরা নতুন প্রকল্প গ্রহন করতে পারছি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বড় বড় প্রকল্প হাতে নেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার নতুন ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ প্রকল্পটি একটি মেগা প্রকল্প। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছেন। এই রেল লাইন নির্মিত হলে পর্যটনকেন্দ্র কক্সবাজারে দেশি ও বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এটি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এই রেললাইন দ্বারা বাংলাদেশ ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়েতে যুক্ত হবে।

২০০ নতুন মিটারগেজ কোচ

১ম পৃষ্ঠার পর

এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ৫৭৯ কোটি ৩৮ লাখ ৯৭ হাজার টাকায় ইন্দোনেশিয়ার ইনকা পিট ইন্ডাস্ট্রি চুক্তি কার্যকর হওয়ার ২০ হতে ৩৩ মাসের মধ্যে যাত্রীবাহী মিটারগেজ কোচ সরবরাহ করবে। এ প্রকল্পে অর্থায়ন করছে এশিয়ান ডেভেলোপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) ও সরকারি নিজস্ব তহবিল থেকে। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) মোঃ সামছুজ্জামান এবং ইন্দোনেশিয়ার ইনকা পিট ইন্ডাস্ট্রির পক্ষে আর আগুস এইচ পুরনোমা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক বলেন, রেলওয়েতে ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে। এ সরকারের আমলে রেল যোগাযোগে অনেক উন্নতি হয়েছে। একের পর এক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে এবং চলমান প্রকল্পগুলো সমাপ্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, আশা করছি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের আগেই কোচ সরবরাহ করবে। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কমল কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত রিনা পি. সোয়েমার্নো এবং বাংলাদেশে রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেনসহ রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত রিনা পি. সোয়েমার্নো বলেন, এই চুক্তি বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন। এর মধ্যদিয়ে দু'দেশের মধ্যে অংশীদারিত্বের আরও সুযোগ তৈরি হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নে বিশেষত পরিবহন, যোগাযোগ ও রেলখাতে ইন্দোনেশিয়া উন্নয়ন সহযোগী হতে ইচ্ছুক।

উল্লেখ্য, ইন্দোনেশিয়া ও ভারত থেকে আমদানী করা ২৭০ টি নতুন লাল-সবুজ কোচ গত বছর রেলবহরে যুক্ত হয়েছে। চলতি বছরের জুন মাসেও ইন্দোনেশিয়া থেকে ৫০টি যাত্রীবাহী ব্রডগেজ কোচ আমদানীর চুক্তি করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সরকার ও জনগনের প্রত্যাশা

২য় পৃষ্ঠার পর

- সাম্প্রতিক সময়ে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা বিশেষ করে লোকোমাষ্টার এবং গার্ডরা নিয়মিত এর শীকার হচ্ছে। ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ প্রতিহত করার জন্য সিসিআরএনবি এবং এসআরপিগণ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- আন্তঃনগর ট্রেন সমূহ হকার মুক্ত রাখতে হবে। এ বিষয়ে জিএম/পূর্ব ও পশ্চিম, ডিআরএম ও এসআরপিগণ একযোগে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এলার্ম চেইন পুলিং নির্মূলে আরএনবি, জিআরপি এবং বাণিজ্যিক বিভাগের সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা করতে হবে। এলার্ম চেইন পুলিং প্রবণ এলাকায় এলার্ম চেইন পুলিং প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- বিভিন্ন স্টেশনে অবৈধভাবে ট্রেনের ছাদে ভ্রমণ প্রতিহত করতে হবে। এ বিষয়ে জিএম/পূর্ব ও পশ্চিম, ডিআরএম ও এসআরপিগণ একযোগে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ছবি: এস এম ইউসুফ

ইন্দোনেশিয়া থেকে ২০০টি যাত্রবাহী মিটারগেজ কোচ সংগ্রহের চুক্তিতে স্বাক্ষর করছেন বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) মোঃ সামছুজ্জামান এবং ইন্দোনেশিয়ার ইনকা পিট ইন্ডাস্ট্রির পক্ষে আর আগুস এইচ পুরনোমা এসময় উপস্থিত ছিলেন রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন ও বাংলাদেশে রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন

৮ম বর্ষ সংখ্যা-২৫ জুলাই-সেপ্টেম্বর,২০১৭

ঢাকা-কলকাতা পণ্যবাহী ট্রেন

১ম পৃষ্ঠার পর

থেকে ঢাকার কমলাপুর অভ্যন্তরীণ কনটেইনার ডিপো (আইসিডি) পর্যন্ত পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল করবে। পণ্যের শুল্কায়ন ও খালাস কার্যক্রম সম্পন্ন হবে এই দুই শহরে। অক্টোবর মাসেই পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হওয়ার কথা রয়েছে কনটেইনার ট্রেন চলাচল। দুই শহরের মধ্যে পণ্যবাহী রেল যোগাযোগ চালু হলে ব্যবসা-বাণিজ্য আরও সহজ হবে। কমলাপুর আইসিডি পর্যন্ত পণ্য আনা হলে শুল্কায়নের প্রক্রিয়াও সহজ হবে।

উক্ত সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয়, পরীক্ষামূলক চলাচলের পর কনটেইনার রেলযোগাযোগ নিয়মিত করার আগে প্রয়োজনীয় বিধিবিধান তৈরী করা হবে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে, বিশেষ করে দর্শনা থেকে বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম প্রান্ত এবং দর্শনা থেকে ঢাকার কমলাপুর আইসিডি পর্যন্ত পণ্য পরিবহনের ভাড়া সম্পর্কে ভারতীয় পক্ষকে জানানো হয়েছে। বর্তমানে কনটেইনার রেল যোগাযোগ চালুর বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় যাচাই-বাছাই করতে একটি কমিটি কাজ করছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় আরও বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত হয়। এর মধ্যে একটি হলো ঢাকা-কলকাতার মধ্যে চলাচলকারী মৈত্রী ট্রেনযাত্রীর ইমিগ্রেশন ও কাষ্টমস কার্যক্রম সম্পন্ন হবে ঢাকা ও কলকাতায়। এছাড়া আগামী ১৬ নভেম্বর থেকে খুলনা-কলকাতা পথে পরোদমে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু করবে। গত ৮ এপ্রিল নয়াদিল্লি থেকে যৌথভাবে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে এই পথে ট্রেন চলাচলের উদ্বোধন করেন।

দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোঃ হাবিবুর রহমান ও ভারতের নেতৃত্ব দেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের অতিরিক্ত সদস্য (ট্রাফিক) আমব্রিশ কুমার গুপ্ত।

রেলে বিনিয়োগে যুক্তরাজ্য

১ম পৃষ্ঠার পর

তারিখে ঢাকা রেলভবনে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রেলখাত সংক্রান্ত অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন। যুক্তরাজ্যের রেল খাতের ৯টি প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ৯ সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন রুশনারা আলী। বৃটিশ হাইকমিশন ও বাংলাদেশ রেলওয়ে যৌথভাবে এ সেমিনারের আয়োজন করেছে। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ রেলওয়ের সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রকল্প ঢাকা থেকে পায়রা সুমুদ্রবন্দর পর্যন্ত ২৪০ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প। প্রকল্পে অর্থায়ন ছাড়াও নকশা প্রণয়ন, লাইন নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজে বিশেষভাবে আগ্রহী যুক্তরাজ্যের ডিপি রেল লিমিটেড নামের প্রতিষ্ঠান। প্রকল্পের প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৬০ হাজার কোটি টাকা। প্রতি কিলোমিটার রেলপথে ব্যয় ধরা হয়েছে ২৫০ কোটি টাকা। ইতিপূর্বে ২০১৬ সালের ২০ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে পায়রা সুমুদ্রবন্দর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণে সমঝোতা স্মারক সই করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে ও যুক্তরাজ্যের ডিপি রেল লিমিটেড। বর্তমানে ডিপি রেল এ প্রকল্পের সমীক্ষা করছে।

সেমিনারে বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার এলিসন ব্লেক, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন, বাংলাদেশে রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও ডিপি রেল লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ট্রেনে নারীদের উত্ত্যক্তের দায়ে দুই ছাত্রের কারাদন্ড

ঢাকা থেকে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা আন্তঃনগর পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনে এক নারী যাত্রীকে উত্ত্যক্ত করার দায়ে দুই ছাত্রকে কারাদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গত ২৬ আগস্ট শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সমর কুমার পাল তাদের ১৯ দিন করে কারাদন্ডাদেশ দেন। দন্ডপ্রাপ্তরা হলেন রাজশাহী মহানগরীর বোয়ালিয়া থানার খড়বোন এলাকার হাসিম ইকবাল (২৩) ও রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলার শিবপুর গ্রামের মমিনুল ইসলাম (২৫)। তাদের মধ্যে একজন ঢাকার মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ও অপরজন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

উল্লেখ্য, শুক্রবার দিবাগত রাতে ঢাকা থেকে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনযোগে বাড়ি ফিরছিলেন রাজশাহী বোয়ালিয়া থানা এলাকার এক নারী। তিনি ট্রেনের 'ঙ' বগির ২৪ নম্বর সিটে বসে ছিলেন। একই বগির পাশের সিটে বসে পাঁচ ছাত্র ঢাকা থেকে রাজশাহী আসছিলেন। তারা ওই নারীকে রাতভর উত্ত্যক্ত করতে করতে আসছিলেন। এরমধ্যে দুজন আব্দুলপুরে ও একজন ঈশ্বরদী স্টেশনে নেমে যায়। বিষয়টি রাতেই মোবাইল ফোনে তার পরিবারের সদস্যদের অবহিত করেন ওই নারী যাত্রী। পরে শনিবার ভোরবেলা ট্রেনটি রাজশাহী স্টেশনে পৌঁছালে ওই নারীর স্বজনরা তাদের ধরে পুলিশে সোপার্দ করে। পরে তাদের ভ্রাম্যমান আদালতের সামনে হাজির করা হয়। এ সময় দন্ডবিধির ৫০৯ ধারা মোতাবেক তাদের ১৯ দিনের কারাদন্ড দিয়ে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়।

বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

আগস্ট ২০১৭ মাসের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশ রেলওয়েতে বর্তমানে ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা ৪৪৯ জন, ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ৭০৪ জন, ৩য় শ্রেণির কর্মচারী ১১,৫৭০ জন, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী ১৩,০৬৬ জন কর্মরত আছে। পিআরএল আছে ১,০৬৩ জন। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরত রয়েছে ৭৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী। সর্বমোট জনবল ২৬,৯২৫ জন। মঞ্জুরীকৃত জনবলের সংখ্যা ৪০,২৬৪ জন।

দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ

বাংলাদেশ রেলওয়ে "নিউজ লেটার" নিয়মিত ভাবে রেলওয়ের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়। রেলওয়ের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, যাত্রীসেবা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যদের সাফল্যের সংবাদ ইত্যাদিসহ ছোট আকারের যে কোন লেখা যেমন-গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি নিউজ লেটারে ছাপানোর জন্য পরিচালক / জনসংযোগ, রেলভবন, ১৬ নবাব আবদুল গণি রোড, ঢাকা অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সম্পাদনা পরিষদের বিবেচনা সাপেক্ষে সেগুলো নিউজ লেটারে ছাপানো হবে।

৮ম বর্ষ সংখ্যা-২৫ জুলাই-সেপ্টেম্বর,২০১৭

অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

শেষ পৃষ্ঠার পর

ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও আনসার মোতায়েন ছিল।

পোড়াদহ ঃ কুষ্টিয়ার পোড়াদহে রেলওয়ের জায়গায় নির্মিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশ রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় গত ২৫ সেপ্টেমবর সোমবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত এ উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। এ অভিযানে পোড়াদহ জংশন স্টেশনের আশেপাশের প্রায় ৩ একর জায়গায় অবৈধভাবে নির্মিত প্রায় শতাধিক কাঁচাপাকা স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। এ সময় রেলওয়ে পাকশী বিভাগের বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা ইউনুস আলী, কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুবর্ণা রানী সাহা উপস্থিত ছিলেন। এতে পুলিশ প্রশাসন ও রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী সার্বিক সহযোগিতা করে।

মিরসরাই ঃ চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের বারইয়ারহাট পৌরসভায় রেলগেইটে লাইনের গা ঘেষে গড়ে উঠা অবৈধ কাঁচা তরকারির বাজার উচ্ছেদ করেছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। গত ২৭ আগস্ট রোববার বিকেলে রেললাইনের পাশে বসা অবৈধ ব্যবসায়ীদের সরে যেতে নির্দেশ দেয় রেলওয়ে থানার সহকারী উপ-পরিদর্শক দেলোয়ার হোসেন। পরে ২৭ আগস্ট সোমবার সকালে তিনি সরজমিনে ঘটনাস্থল রেলগেইটে গিয়ে বারইয়ারহাট পৌরসভার মেয়র নিজাম উদ্দিনের সহযোগিতায় উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু করেন। এ অভিযানে রেলওয়ে পুলিশ ও বারইয়ারহাট পৌর প্রশাসন সার্বিক সহযোগিতা করে।

মানুষের পাশে থেকে সরকারের কাজ

১ম পৃষ্ঠার পর

পরিদর্শনে যান। এসময় রেলপথ মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমানে বাংলাদেশ এক উন্নয়নের মহাসড়কে। দেশে এখন ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিশ্বের নিকট প্রসংশিত। এদেশকে যারা পিছিয়ে দিয়েছিলো তারাও আজ জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন কর্মকান্ড দেখে অবাক। আমাদের সরকার দেশের সকল দূর্যোগ মোকাবেলা করতে সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের বন্যাকবলিত বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণ বিতরণ চলছে। কোন প্রকার অনিয়ম ছাড়া সুষ্ঠ সুন্দর ভাবে ক্ষতিগ্রস্তরা সরকারী সকল সুযোগ সুবিধা গ্রহন করতে পারছে। যা ইতোপূর্বে কোন সরকারের আমলে সাধারণ মানুষ পায়নি। তাই সকলকে এসব বিষয় খেয়াল করে দেশের মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। পরে মন্ত্রী রেলওয়ের সকল কর্মকার্তাদের ভেঙ্গে যাওয়া ব্রীজের মাটি ভরাট কাজে যা যা করার দরকার জরুরীভাবে তা করতে সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনের নির্দেশ দেন এবং অতিদ্রুত এই সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন।

এসময় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোফাজ্জেল হোসেন, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন, টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসক নুরুল আমিন, পুলিশ সুপার মাহবুব হোসেনসহ প্রশাসনের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পাচ্ছে রেলসংযোগ

নির্মাণাধীন রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র রেলনেটওয়ার্কের আওতায় আসছে। শুধুমাত্র রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালামাল নিরাপদে ও দ্রুত পৌঁছানোর জন্য একটি আলাদা রেলপথ নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পে ২২ কিলোমিটার নতুন রেললাইন নির্মাণ করা হবে। যার মধ্যে ১৭ দশমিক ৫২ কিলোমিটার রেললাইন ব্রডগেজ থেকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর করা হবে। এছাড়া সাড়ে ৪ কিলোমিটার লুপ লাইন, একটি বি শ্রেণির স্টেশন, সাতটি কালভার্ট, তেরটি লেভেল ক্রসিং গেট ছাড়াও আধুনিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা নির্মাণ করা হবে। এই রেলপথ নির্মাণে প্রাথমিকভাবে ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৩৯ কোটি টাকা। ঈশ্বরদী বাইপাস টেক অব পয়েন্ট থেকে পাকশীর রূপপুর পর্যন্ত ব্রডগেজ ও মিটারগেজ দুধরনের রেলপথ নির্মাণ করা হবে। ঈশ্বরদী ইয়ার্ডের ৬ কিলোমিটারসহ লোকোশেডের দুই কিলোমিটার ব্রডগেজে রূপান্তর করা হবে। ঈশ্বরদীর ৩৭ নম্বর লেভেলক্রসিং গেট থেকে পরিত্যক্ত পাইলট লাইন পর্যন্ত নতুন করে আরো ৯ কিলোমিটার নতুন লাইন নির্মাণ করা হবে। রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপত্তা ও গুরুত্বের কথা চিন্তা করেই রেলপথ নির্মাণের এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে এ রেলপথ নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দসহ দরপত্র আহবান করা হয়েছে। আশা করা যায় আগামী ৬/৭ মাসের মধ্যে সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে রেলপথ নির্মাণ শুরু করা হবে।

ছবি: এস এন ইউসুফ

বন্যার পানিতে টাঙ্গাইলের কালিহাতি উপজেলার পৌলী ব্রীজের নিচের মাটি সরে যাওয়ার ব্রীজটি ট্রেন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে যায়। ২০ আগস্ট সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন এবং বাংলাদেশে রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন

৮ম বর্ষ সংখ্যা-২৫ জুলাই-সেপ্টেম্বর,২০১৭

আন্তঃনগর ট্রেনের সময়সূচী (পূর্বাঞ্চল)

ট্রেন নং	ট্রেন নাম	প্রারম্ভিক স্টেশন	ছাড়ে	গন্তব্য স্টেশনে	পৌঁছে	বন্ধের দিন
৭০১	সূবর্ণ এক্সপ্রেস	চট্টগ্রাম	০৭০০	ঢাকা	১২১০	শুক্রবার
৭০২	সূবর্ণ এক্সপ্রেস	ঢাকা	১৫০০	চট্টগ্রাম	২০১০	শুক্রবার
৭০৩	মহানগর গোধুলী	চট্টগ্রাম	১৫০০	ঢাকা	২১১০	
৭০৪	মহানগর প্রভাতী	ঢাকা	০৭৪৫	চট্টগ্রাম	১৩৫০	
৭০৭	তিস্তা এক্সপ্রেস	ঢাকা	০৭৩০	দেওয়ানগঞ্জ বাজার	১২৪০	সোমবার
৭০৮	তিস্তা এক্সপ্রেস	দেওয়ানগঞ্জ বাজার	১৫০০	ঢাকা	২০১০	সোমবার
৭০৯	পারাবত এক্সপ্রেস	ঢাকা	০৬৩৫	সিলেট	১৩২০	মঙ্গলবার
৭১০	পারাবত এক্সপ্রেস	সিলেট	১৫০০	ঢাকা	২১৫৫	মঙ্গলবার
৭১১	উপকুল এক্সপ্রেস	নোয়াখালী	০৬০০	ঢাকা	১১৫০	বুধবার
৭১২	উপকুল এক্সপ্রেস	ঢাকা	১৫২০	নোয়াখালী	২১২০	মঙ্গলবার
৭১৭	জয়ন্তীকা এক্সপ্রেস	ঢাকা	১২০০	সিলেট	১৯৪০	
৭১৮	জয়ন্তীকা এক্সপ্রেস	সিলেট	০৮৪০	ঢাকা	১৬০০	বৃহঃবার
৭১৯	পাহাড়িকা এক্সপ্রেস	চট্টগ্রাম	০৯০০	সিলেট	১৭৫০	সোমবার
৭২০	পাহাড়িকা এক্সপ্রেস	সিলেট	১০১৫	চট্টগ্রাম	১৯৪৫	শনিবার
৭২১	মহানগর এক্সপ্রেস	চট্টগ্রাম	১২৩০	ঢাকা	১৯০০	রবিবার
৭২২	মহানগর এক্সপ্রেস	ঢাকা	২১০০	চট্টগ্রাম	০৪৩০	রবিবার
৭২৩	উদয়ন এক্সপ্রেস	চট্টগ্রাম	২১৪৫	সিলেট	০৬২০	শনিবার
৭২৪	উদয়ন এক্সপ্রেস	সিলেট	২১২০	চট্টগ্রাম	০৫৫০	রবিবার
৭২৯	মেঘনা এক্সপ্রেস	চট্টগ্রাম	১৭১৫	চাঁদপুর	২১৪০	
৭৩০	মেঘনা এক্সপ্রেস	চাঁদপুর	০৫০০	চট্টগ্রাম	০৯২৫	
৭৩৫	অগ্নিবীনা	ঢাকা	০৯৪৫	তারাকান্দি	১৫০০	
৭৩৬	অগ্নিবীনা	তারাকান্দি	১৬৫০	ঢাকা	২২৩৫	
৭৩৭	এগার সিন্দুর প্রভাতী	ঢাকা	০৭১৫	কিশোরগঞ্জ	১১০৫	বুধবার
৭৩৮	এগার সিন্দুর প্রভাতী	কিশোরগঞ্জ	০৬৫০	ঢাকা	১০৪০	
৭৩৯	উপবন এক্সপ্রেস	ঢাকা	২১৫০	সিলেট	০৫২০	বুধবার
৭৪০	উপবন এক্সপ্রেস	সিলেট	২২০০	ঢাকা	০৫১০	
৭৪১	তূর্ণা এক্সপ্রেস	চট্টগ্রাম	২৩০০	ঢাকা	০৫২৫	
৭৪২	তূর্ণা এক্সপ্রেস	ঢাকা	২৩৩০	চট্টগ্রাম	০৬২০	
৭৪৩	ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস	ঢাকা	১৮০০	দেওয়ানগঞ্জ বাজার	২৩৫০	
৭৪৪	ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস	দেওয়ানগঞ্জ বাজার	০৬৩০	ঢাকা	১২৩০	
৭৪৫	যমুনা এক্সপ্রেস	ঢাকা	১৬৪০	তারাকান্দি	২২৩০	
৭৪৬	যমুনা এক্সপ্রেস	তারাকান্দি	০২১০	ঢাকা	০৭৪০	
৭৪৯	এগার সিন্দুর গোধুলী	ঢাকা	১৮৩০	কিশোরগঞ্জ	২২৩৫	
৭৫০	এগার সিন্দুর গোধুলী	কিশোরগঞ্জ	১২৩০	ঢাকা	১৬৩৫	বুধবার
৭৭৩	কালনী এক্সপ্রেস	ঢাকা	১৬০০	সিলেট	২২৪৫	শুক্রবার
৭৭৪	কালনী এক্সপ্রেস	সিলেট	০৭০০	ঢাকা	১৩৫৫	শুক্রবার

আন্তঃনগর ট্রেনের সময়সূচী (পূর্বাঞ্চল)

ট্রেন নং	ট্রেন নাম	প্রারম্ভিক স্টেশন	ছাড়ে	গন্তব্য স্টেশনে	পৌঁছে	বন্ধের দিন
৭৭৭	হাওর এক্সপ্রেস	ঢাকা	২৩৫০	মোহনগঞ্জ	০৫৪০	বুধবার
৭৭৮	হাওর এক্সপ্রেস	মোহনগঞ্জ	০৮৩০	ঢাকা	১৪১৫	বৃহঃবার
৭৮১	কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস	ঢাকা	১০৩৫	কিশোরগঞ্জ	১৪২০	শুক্রবার
৭৮২	কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস	কিশোরগঞ্জ	১৪৪০	ঢাকা	১৮৩০	শুক্রবার
৭৮৫	বিজয় এক্সপ্রেস	চট্টগ্রাম	০৭২০	ময়মনসিংহ	১৫৪৫	বুধবার
৭৮৬	বিজয় এক্সপ্রেস	ময়মনসিংহ	২০০০	চট্টগ্রাম	০৪৫০	মঙ্গলবার
৭৮৭	সোনার বাংলা এক্সপ্রেস	চট্টগ্রাম	১৭০০	ঢাকা	২২১০	শনিবার
৭৮৮	সোনার বাংলা এক্সপ্রেস	ঢাকা	০৭০০	চট্টগ্রাম	১২২০	শনিবার
৭৮৯	মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস	ঢাকা	১৪২০	মোহনগঞ্জ	২০১০	সোমবার
৭৯০	মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস	মোহনগঞ্জ	২৩৩০	ঢাকা	০৬২০	সোমবার

মেঘনা, ভৈরব, ষষ্ঠ জর্জ ও শহীদ হালিম এক ব্রিজ চার নাম

মোঃ রফিকুল আলম

বাংলাদেশ রেলওয়ের ২য় বৃহত্তম ব্রিজ মেঘনা ব্রিজ। স্থানীয় লোকের ভাষায় ভৈরব ব্রিজ। আবার নির্মাণকালীন সময়ে নামকরণ হয়েছিল ষষ্ঠ ব্রিজ। সেটা ১৯৩৭ সালের কথা। আবার ১৯৭২ সালে এই ব্রিজের এক, ছয় ও সাত নম্বর মূল স্প্যান পুনঃনির্মাণ করে এর নামকরন করা হয়েছিল শহীদ আব্দুল হালিম সেতু। হাবিলদার আব্দুল হালিম মুক্তিযুদ্ধের সময় এই ব্রিজের নিকট শহীদ হন। ১৯৭১ সালের ১৭-১৮ এপ্রিলের সেই যুদ্ধে আর যাঁরা আহত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন ক্যাপটেন নাসিম মুর্শেদ। যাহোক, কখনো নদীর নামে কখনো জায়গার নামে আবার কখনো কোন ব্যক্তির নামে পরিচিতি হয়েছে এবং হচ্ছে এই ব্রিজ। আর যেনামে ডাকা হোকনা কেন এই ব্রিজ আমাদের রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। তাই হয়ত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করে আমাদের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই স্বাধীনতা যুদ্ধে হানাদার পাক বাহিনী এ ব্রিজটির ব্যপক ক্ষতি সাধন করে।

মেঘনা ব্রিজের মোট দৈর্ঘ্য ৩০৩৫ ফুট। এর মধ্যে রয়েছে সাতটি মূল স্প্যান এবং উভয়দিকে তিনটি করে মোট ছয়টি ল্যাণ্ড স্প্যান। প্রতিটি মূল স্প্যানের বিয়ারিংয়ের মধ্যবর্তী দুরত্ব হচ্ছে ৩৩১ ফুট এবং ল্যাণ্ড স্প্যানের বিয়ারিংয়ের মধ্যবর্তী দুরত্ব হচ্ছে ১০৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। তৎকালীন আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ১৯৩৩ সালে ২৩শে নভেম্বর এই ব্রিজ নির্মাণ কাজ শুরু করে এবং ১৯৩৭ সালে ৬ই ডিসেম্বর তৎকালীন রেলওয়ের চীফ কমিশনার রেল চলাচলের জন্য এটির উদ্বোধন করেন। মেঘনা ব্রিজ পরিকল্পনা ডিজাইন ও নক্সা প্রণয়ন করেন যুক্তরাজ্যের প্রখ্যাত রেনভেল পামার এন্ড ট্রীটন নামক প্রকৌশলী সংস্থা। সেই নক্সা অনুসারে ব্রিজের গার্ডারগুলো নির্মাণ করেন ব্রেইথ ওয়েইট বার্ণ ও জেস্প কোম্পানী। সংক্ষেপে যাকে বলে বি বি জে কোম্পানী। বি বি জে কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত গার্ডারগুলো সংস্থাপন কাজের জন্য অবশ্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও অংশ নিয়েছিল। এই ব্রিজের ৩৩১ ফুট দীর্ঘ প্রতিটি স্প্যানের ওজন ৪২০ টন এবং ১০৫ ফুট ৬ ইঞ্চি দীর্ঘ প্রতিটি ল্যাণ্ড স্প্যানের ওজন ৭১ টন। ব্রিজ নির্মাণকালীন প্রাথমিক পর্ব হিসেবে স্তম্ভের ভিত্তির কূপ খনন ও নির্মাণ করাই ছিল কষ্টসাধ্য ও বিপদজনক কাজ। মূল স্প্যানের জন্য রয়েছে আটটি স্তম্ভ। যার গভীরতম কূপটি পানির সর্বনিম্ন সীমা থেকে ১৪৬.৩৯ ফুট নীচে পর্যন্ত বিস্তৃত। ল্যাণ্ড স্প্যানগুলোর জন্য নির্মিত এরূপ গভীরতম কূপটির পানির সর্বনিম্ন সীমা থেকে ৮৭.০৯ ফুট নীচে বিস্তৃত। মূলস্প্যান ও ল্যাণ্ডস্প্যানের প্রতিটি কূপের ব্যাস ২২ ফুট। ৩০৩৫ ফুট দীর্ঘ এই ব্রিজ প্রতিফুট দৈর্ঘ্যে নির্মাণ ব্যয় ও সংস্থাপন ব্যয় তৎকালীন হিসেবে ছিল ১৩৫০/- টাকা। অবশ্য ব্রিজের উভয় পার্শ্বে সাড়ে তিন মাইল রেলপথ স্থাপন, আশুগঞ্জ ও ভৈরববাজার রেলস্টেশন নির্মাণ, ভৈরববাজারের পথচারীদের জন্য ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ, আশুগঞ্জ ও ভৈরববাজারের রেল কর্মচারীদের আবাসিক গৃহ নির্মাণ এবং ভৈরববাজারের সিগন্যালিং ব্যবস্থা ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যয়সহ

এরপর পৃষ্ঠা ৭

৮ম বর্ষ সংখ্যা-২৫ জুলাই-সেপ্টেম্বর,২০১৭

আন্তঃনগর ট্রেনের সময়সূচী (পশ্চিমাঞ্চল)

ট্রেন নং ও নাম		প্রারম্ভিক স্টেশন ছাড়ে		গন্তব্য স্টেশনে পৌঁছে		বন্ধের দিন
৭০৫	একতা এক্সপ্রেস	ঢাকা	১০০০	দিনাজপুর	১৮৫০	মঙ্গলবার
৭০৬	একতা এক্সপ্রেস	দিনাজপুর	২৩০০	ঢাকা	০৮১০	সোমবার
৭১৩	করতোয়া এক্সপ্রেস	সান্তাহার	০৯০০	বুড়িমারী	১৫০০	
৭১৪	করতোয়া এক্সপ্রেস	বুড়িমারী	১৫৪০	সান্তাহার	২২০০	
৭১৫	কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস	খুলনা	০৬৩০	রাজশাহী	১২২০	শনিবার
৭১৬	কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস	রাজশাহী	১৪১৫	খুলনা	২০০০	শনিবার
৭২৫	সুন্দরবন এক্সপ্রেস	খুলনা	২০৩০	ঢাকা	০৫৪০	মঙ্গলবার
৭২৬	সুন্দরবন এক্সপ্রেস	ঢাকা	০৬২০	খুলনা	১৫৪০	বুধবার
৭২৭	রুপসা এক্সপ্রেস	খুলনা	০৭১৫	চিলাহাটি	১৭০০	বৃহঃবার
৭২৮	রুপসা এক্সপ্রেস	চিলাহাটি	০৮০০	খুলনা	১৭৪০	বৃহঃবার
৭৩১	বরেন্দ্র এক্সপ্রেস	রাজশাহী	১৫০০	চিলাহাটি	২১৫০	রবিবার
৭৩২	বরেন্দ্র এক্সপ্রেস	চিলাহাটি	০৫৫০	রাজশাহী	১২০৫	রবিবার
৭৩৩	তিতুমীর এক্সপ্রেস	রাজশাহী	০৬২০	চিলাহাটি	১৩০০	বুধবার
৭৩৪	তিতুমীর এক্সপ্রেস	চিলাহাটি	১৪০০	রাজশাহী	২১১০	বুধবার
৭৪৭	সীমান্ত এক্সপ্রেস	খুলনা	২১১৫	চিলাহাটি	০৬২০	
৭৪৮	সীমান্ত এক্সপ্রেস	চিলাহাটি	১৮৪৫	খুলনা	০৪১৫	
৭৫১	লালমনি এক্সপ্রেস	ঢাকা	২২১০	লালমনিরহাট	০৮২০	শুক্রবার
৭৫২	লালমনি এক্সপ্রেস	লালমনিরহাট	১০৪০	ঢাকা	২০৫৫	শুক্রবার
৭৫৩	সিল্কসিটি এক্সপ্রেস	ঢাকা	১৪৪০	রাজশাহী	২০৪৫	রবিবার
৭৫৪	সিল্কসিটি এক্সপ্রেস	রাজশাহী	০৭৪০	ঢাকা	১৩৩০	রবিবার
৭৫৫	মধুমতি এক্সপ্রেস	গোয়ালন্দঘাট	১৫০০	রাজশাহী	২০২৫	বৃহঃবার
৭৫৬	মধুমতি এক্সপ্রেস	রাজশাহী	০৭০০	গোয়ালন্দঘাট	১২২০	বৃহঃবার
৭৫৭	দ্রুতযান এক্সপ্রেস	ঢাকা	২০০০	দিনাজপুর	০৪৪০	বুধবার
৭৫৮	দ্রুতযান এক্সপ্রেস	দিনাজপুর	০৯১৫	ঢাকা	১৮১০	বুধবার
৭৫৯	পদ্মা এক্সপ্রেস	ঢাকা	২৩১০	রাজশাহী	০৪৪০	মঙ্গলবার
৭৬০	পদ্মা এক্সপ্রেস	রাজশাহী	১৬০০	ঢাকা	২১৪০	মঙ্গলবার
৭৬১	সাগড়দারী এক্সপ্রেস	খুলনা	১৫০০	রাজশাহী	২১৪০	সোমবার
৭৬২	সাগড়দারী এক্সপ্রেস	রাজশাহী	০৬৪০	খুলনা	১২৪৫	সোমবার
৭৬৩	চিত্রা এক্সপ্রেস	খুলনা	০৮৪০	ঢাকা	১৭৪০	সোমবার
৭৬৪	চিত্রা এক্সপ্রেস	ঢাকা	১৯০০	খুলনা	০৩৫০	সোমবার
৭৬৫	নীল সাগর	ঢাকা	০৮০০	চিলাহাটি	০৭৪৫	সোমবার
৭৬৬	নীল সাগর	চিলাহাটি	২১২০	ঢাকা	০৭১০	রবিবার
৭৬৭	দোলনচাঁপা এক্সপ্রেস	সান্তাহার	১৩৩০	দিনাজপুর	২০২০	
৭৬৮	দোলনচাঁপা এক্সপ্রেস	দিনাজপুর	০৬১০	সান্তাহার	১২২০	
৭৬৯	ধুমকেতু এক্সপ্রেস	ঢাকা	০৬০০	রাজশাহী	১১৪০	শনিবার
৭৭০	ধুমকেতু এক্সপ্রেস	রাজশাহী	২৩২০	ঢাকা	০৪৫০	শুক্রবার

আন্তঃনগর ট্রেনের সময়সূচী (পশ্চিমাঞ্চল)

ট্রেন নং ও নাম		প্রারম্ভিক স্টেশন ছাড়ে		গন্তব্য স্টেশনে পৌঁছে		বন্ধের দিন
৭৭১	রংপুর এক্সপ্রেস	ঢাকা	০৯০০	রংপুর	১৯০০	রবিবার
৭৭২	রংপুর এক্সপ্রেস	রংপুর	২০০০	ঢাকা	০৬০৫	রবিবার
৭৭৫	সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস	সিরাজগঞ্জবাজার	০৬০০	ঢাকা	১০১৫	শনিবার
৭৭৬	সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস	ঢাকা	১৭০০	সিরাজগঞ্জবাজার	২১২৫	শনিবার
৭৭৯	কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া এক্সঃ	ভাটিয়াপাড়াঘাট	১৪০০	গোয়ালন্দ	১৭৫০	বৃহঃবার
৭৮০	কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া এক্সঃ	রাজবাড়ী	১০৪০	ভাটিয়াপাড়াঘাট	১৩১০	বৃহঃবার
৭৮৩	ফরিদপুর এক্সপ্রেস	রাজবাড়ী	০৮১০	ফরিদপুর	০৯০০	বৃহঃবার
৭৮৪	ফরিদপুর এক্সপ্রেস	ফরিদপুর	০৯২০	রাজবাড়ী	১০১০	বৃহঃবার
৩১০৭/৩১১০	মৈত্রী এক্সপ্রেস	ঢাকা-ক্যান্টনমেন্ট	০৮১৫	কলকাতা	১৮৪৫	
৩১০৮/৩১০৯	মৈত্রী এক্সপ্রেস	কলকাতা	০৭১০	ঢাকা-ক্যান্টনমেন্ট	১৮০৫	

মেঘনা, ভৈরব, ষষ্ঠ জর্জ

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

সেকালে এই ব্রিজের মোট নির্মাণ ব্যয় হয়েছিল চুয়ান্ন লাখ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশত বত্রিশ টাকা।

১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী এই ব্রিজটির ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। তারা বিস্ফোরকের সাহায্যে এক, ছয় ও সাত নম্বর মূলস্প্যান উড়িয়ে দেয় এবং এই তিন স্প্যানেরই এক অংশ বিপদজনকভাবে গভীর পানিতে ঝুলতে থাকে, যার ফলে পুরো ব্রিজই বিপদজনকভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ভেঙ্গে পড়া স্প্যানগুলো ঐ অবস্থায় সরিয়ে আনার মত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তখন বাংলাদেশে ছিলনা। এমনকি ভারত সরকারও একাজে অপারাগতা প্রকাশ করে। অবশেষে যুক্তরাজ্য সরকারের সহযোগিতায় সিঙ্গাপুরের সেলকো সংস্থার মাধ্যমে স্প্যানগুলো উদ্ধার করা হয়। এই উদ্ধার কাজে ব্যয় হয় প্রায় এক কোটি টাকা। বিধ্বস্ত তিনটি মূলস্প্যানের পুনঃনির্মাণ কাজ আবারও বি বি জে কোম্পানীকে দেয়া হয়। কলকাতার ব্রেইথ ওয়েইট বার্ন ও জেসপ কোম্পানীর পৃথক পৃথক তিনটি কারখানায় স্প্যান তিনটি নির্মাণ করা হয় এবং নদী, সড়ক ও রেলপথে স্প্যানের অংশগুলো ভৈরবে আনা হয়। পুনঃনির্মাণ কাজে ১৫৫০ টন ইস্পাত ব্যবহৃত হয় এবং ৫০০ কর্মী একাজে অংশ নেয়। এছাড়া পুনঃনির্মাণ কাজে আশুগঞ্জে এক অস্থায়ী নির্মাণ কারখানা তৈরী করা হয় এবং একাজে দুটি রেলওয়ে ইঞ্জিনসহ দুটি ভারী ক্রেন নিয়োজিত করা হয়। হার্ডিঞ্জ ব্রিজের ন্যায় এই ব্রিজের পুনঃনির্মাণ কাজেও একটি অত্যাধুনিক প্রকৌশল প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়, যাকে "ক্যান্টিলিভার প্রক্রিয়া" বলা হয়। অর্থাৎ এক নম্বর মূলস্প্যান পুনঃনির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় পার্শ্ববর্তী অক্ষত দুই নম্বর মূলস্প্যান হতে। এই ক্যান্টিলিভারের ভার বহনের উপযোগী করার জন্য সংলগ্ন অক্ষত স্প্যানগুলোকে অধিকতর শক্তিশালী করা হয়। ক্যান্টিলিভার প্রক্রিয়ায় গার্ডারগুলো যথাযথ সংস্থাপনের কাজের সহায়তার জন্য স্প্যানের উপরভাগে একটি চলমান ক্রেনও স্থাপন করা হয়। তিনটি মূলস্প্যানের পুনঃনির্মাণ ও সংস্থাপন কাজে সর্বমোট ব্যয় হয় ভারতীয় মুদ্রায় এক কোটি চৌত্রিশ লাখ টাকা এবং সময় লাগে মাত্র চার মাস। পুনঃনির্মাণকালিন এই ব্যয় অবশ্য বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক ব্যয়ের অতিরিক্ত। ১৯৩৭ সালে নির্মাণের পর থেকে মাঝে কয়েক মাস বাদে এই মেঘনা ব্রিজ বাংলাদেশ রেলওয়ের সরাসরি যোগাযোগের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মেঘনা রেল ব্রিজের অস্তিত্বের সুফলতা আমরা কতযে বেশী ভোগ করছি তা বর্ণনা করা বাহুলতা মাত্র। তবে এই ব্রিজের অভাবে আমাদের প্রতিনিয়ত যে ভোগান্তি এবং অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো তা সহজে অনুমেয়।

লেখক পরিচিতি ঃ মোঃ রফিকুল আলম (মোবাইল- ০১৭১১৮০৫৩২৪) জানুয়ারি ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ রেলওয়েতে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/ট্র্যাক/পূর্ব, চট্টগ্রাম হিসেবে কর্মরত অবস্থায় সরকারের উপ-সচিব পদে যোগদান করেন এবং যুগ্ম-সচিব পদ হতে জুন ২০১৪ সালে চকুরী হতে অবসর গ্রহন করেন। অবসর জীবনে লেখক আইএমইডি, প্লানিং কমিশনসহ বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কনসালট্যান্সি কাজে নিয়োজিত আছেন।

৮ম বর্ষ সংখ্যা-২৫ জুলাই-সেপ্টেম্বর,২০১৭

দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের চুক্তি স্বাক্ষর

দোহাজারী -রামু -কক্সবাজার রেলপথ সম্প্রসারণ প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এ প্রকল্পে ৫টি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো এসএমইসি ইন্টারন্যাশনাল (অষ্ট্রেলিয়া), কানারেল কনসালট্যান্টস (কানাডা), সিস্ট্রা (ফ্রান্স), এসিই কনসালট্যান্টস (বাংলাদেশ), এবং ষ্ট্রাটেজি কনসালট্যান্টস (বাংলাদেশ)। এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষে প্রকল্প পরিচালক মফিজুর রহমান এবং অষ্ট্রেলিয়ার জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি এসএমইসি ইন্টারন্যাশনালের (স্মেক) হয়ে পরামর্শক কোম্পানির পক্ষে কান্ট্রি ম্যানেজার এএসএস সাবাহ। দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের চুক্তিমুল্য ৪১৬,৫১,২৭,৪৫৮.৪০ টাকা এবং এই চুক্তির মেয়াদ ৬০ মাস। এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) অর্থায়নে এটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কমল কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেনসহ রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজারে রেললাইন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, যমুনা নদীর উপর আলাদা বঙ্গবন্ধু রেলসেতু নির্মাণ করা হবে। এছাড়া রেল কোচের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। যাত্রীরা যাতে রেলের মাধ্যমে সহজে যাতায়াত করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তিনি জানান, রাজধানীকে ঘিরে চারদিকে রেলপথ নির্মাণ করা হবে। এ লক্ষ্যে সমীক্ষার কাজ চলছে। পদ্মাসেতুতে রেলওয়ে সংযোগের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ছবি: এস এম ইউসুফ

পবিত্র ঈদ-উল আযহা উপলক্ষ্যে ৩১ আগষ্ট ২০১৭ তারিখে বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শনকালে ঘরমুখো যাত্রীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক এবং রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন

ছবি: এস এম ইউসুফ

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ১৭ আগষ্ট বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টেশনে আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ স্বাধীনতা' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক। উক্ত সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন, বাংলাদেশে রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেনসহ প্রমূখ বক্তব্য রাখেন।

বিনা টিকিটে ট্রেন ভ্রমণ করায় জরিমানা

আখাউড়া ঃ বিনা টিকিটে ট্রেন ভ্রমণের দায়ে আখাউড়ায় ২৪০ জন যাত্রীকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। ২৬ জুলাই বুধবার সকালে ঢাকার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার গাউস আল মনির এর নেতৃত্বে আখাউড়া জংশন স্টেশনে এ অভিযান চালানো হয়। এ অভিযানে সকাল থেকে দুপুর সাড়ে তিনটা পর্যন্ত দন্ডপ্রাপ্তদের কাছ থেকে ৫২ হাজার ৩৯০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এ সময় আন্তঃনগর মহানগর প্রভাতী, পাহাড়িকা, মহানগর এক্সপ্রেসসহ বিভিন্ন মেইল ও লোকাল ট্রেনে তল্লাশি চালিয়ে বিনা টিকিটে ট্রেন ভ্রমণের দায়ে ২৪০ জনকে আটক করা হয়।

মোহনগঞ্জ ঃ নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ স্টেশনে ২২ আগস্ট মঙ্গলবার সকালে ঢাকাগামী আন্তঃনগর হাওর এক্সপ্রেস ট্রেনে বিনা টিকিটে ভ্রমণ ও ট্রেনে ধুমপানের দায়ে ১০ জন যাত্রীকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ মেহেদী মাহমুদ আকন্দ এবং উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ রেজাউল করীম যৌথভাবে মোহনগঞ্জ স্টেশনে এ অভিযান পরিচালনা করেন। এ অভিযানে ট্রেনে বিনা টিকিটে ভ্রমণের দায়ে আট যাত্রী ও ধুমপান করার দায়ে দুই যাত্রীসহ ১০ জনের কাছ থেকে মোট এক হাজার দুইশ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

রেলওয়ের জায়গা হতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

বাংলাদেশ রেলওয়ের জায়গায় গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম ঃ

নারায়ণগঞ্জ ঃ নারায়ণগঞ্জের সিরাজউদ্দৌলা সড়কে হাই স্কুলের বিপরীতে রেলওয়ের জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা চারটি দোকানঘর গত ১১ সেপ্টেম্বর সোমবার দুপুরে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এ উচ্ছেদ অভিযানের সময় নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হোসাইন মোহাম্মদ আল জুনায়েদ, বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা বিভাগীয়

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

সম্পাদক ঃ রশিদা সুলতানা গণি, সার্বিক সহযোগিতায় কাজী আফসার আহমেদ জনসংযোগ বিভাগ, রেল ভবন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং মারস প্রিন্ট পয়েন্ট, ২৬৩ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।